



68854 - যবে ব্যক্তি শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য গোসল করেছে তাকে কী নামাযের জন্য ওযু করতে হবে?

প্রশ্ন

যদি কোন মুসলিম অভ্যাসগত গোসল করে, ওযু না করে; সে কী নামায পড়তে পারবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুসরণে একজন মুসলিমের জন্য মুস্তাহাব হলো গোসলের পূর্বে ওযু করা।

যদি গোসলটি বড় অপবিত্রতাজনিত হয়; (যেমন জানাবাতের গোসল ও হায়যের গোসল) এবং গোসলকারী কুলিকরা ও নাকের পানি দিয়ে সর্বাঙ্গ সমস্ত দহে পানি পৌঁছায়; তাহলে এ গোসল ওযুর পরবির্তে যথেষ্ট হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের পর আর ওযু করতেন না।

আর যদি গোসলটি শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য হয় কথিবা পরচ্ছিন্নতার জন্য হয়; তাহলে সটো ওযুর পরবির্তে যথেষ্ট হবে না।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: জানাবাতের গোসল কী ওযুর পরবির্তে যথেষ্ট হবে?

তিনি জবাব দেন: “যদি কোন ব্যক্তি জানাবাত (সহবাস, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত)-এর গোসল করে তাহলে তা ওযুর পরবির্তে যথেষ্ট হবে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “যদি তোমরা জুনুবি হও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর”। গোসলের পর তাকে ওযু করতে হবে না; যদি ওযু ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটবে। আর যদি গোসলের পর ওযু ভঙ্গের কোন কারণ ঘটবে তাহলে ওযু করা তার উপর ওয়াজবি। আর যদি ওযু ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটবে তাহলে জানাবাতের গোসলই তার ওযুর পরবির্তে যথেষ্ট হবে; চাই সে গোসলের পূর্বে ওযু করুক; কথিবা না করুক। কিন্তু কুলিকরা ও নাকের পানি দিয়ে বসিয়ার লক্ষ্য রাখতে হবে। ওযু ও গোসলে এ দুটো অবশ্যই পালনীয়।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-১৮০)]

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীনকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শরিয়তে আদর্শিত নয় এমন গোসল কী ওযুর



পরবির্ততে যথেষ্ট হবে?

তনি জিবাব দনে: “শরয়িততে আদষ্টি নয় এমন গোসল ওয়ুর পরবির্ততে যথেষ্ট হবে না। কনেনা সেই গোসল কোন ইবাদত নয়।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-১৮১)]

অনুরূপভাবে শাইখকে আরও জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: গোসল কি ওয়ুর পরবির্ততে যথেষ্ট হবে?

তনি জিবাব দনে: “যদি সটো জানাবত (সহবাস, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত)-এর গোসল হয়; তাহলে সটো ওয়ুর পরবির্ততে যথেষ্ট হবে। যহেতে আল্লাহর বাণী হচ্ছ: “যদি তোমরা জুনুবী হও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর”। কোন ব্যক্তি যদি জানাবতেরে শকার হন; এরপর কোন পুকুরে বা নদীতে বা এ জাতীয় অন্য কছির ভেতরে ডুব দনে এবং এর মাধ্যমে জানাবত দূর করার নয়িত করনে, কুলি করনে ও নাকি পানি দনে; তাহলে এর মাধ্যমে ছোট অপবিত্রতা ও বড় পবিত্রতা উভয়টি দূরীভূত হবে। কনেনা আল্লাহ তাআলা জানাবতেরে কারণে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন করা ছাড়া অন্য কছির ওয়াজবি করনেনি। প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন হচ্ছ সারা দহেকে পানি দিয়ে ধৌত করা। যদিও জানাবতেরে গোসলকারীর জন্য উত্তম হচ্ছ-প্রথমতে ওয়ু করে নয়ো। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতেরে কব্জদ্বয় ধোয়ার পরে লজ্জাস্থান ধৌত করতনে। এরপর নামাযেরে ওয়ুর মত ওয়ু করতনে। এরপর মাথার ওপর পানি ঢালতনে। যখন ধারণা হত য়ে, তনি চামড়া ভজিয়ছেনে তখন মাথার ওপর তনিবার পানি ঢালতনে। এরপর অবশিষ্ট শরীর ধৌত করতনে।

পক্ষান্তরে পরচ্ছন্নতা বা শরীর ঠাণ্ডা রাখার কারণে গোসল করলে সেই গোসল ওয়ুর পরবির্ততে যথেষ্ট হবে না। কনেনা সটো ইবাদত নয়। বরং সটো অভ্যাসগত বিষয়রে অন্তর্ভুক্ত; যদিও শরয়িত পরচ্ছন্নতার নরিদশে দয়ে। কনিতু এভাবে নয়; বরং পরচ্ছন্নতার সাধারণ নরিদশে; সটো য়ে কোন কছিতে য়েভেবই পরচ্ছন্নতা অর্জতি হোক না কনে।

মোটেকথা: যদি গোসলটা শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য কথিবা পরচ্ছন্নতার জন্য হয় তাহলে সটো ওয়ুর পরবির্ততে যথেষ্ট হবে না।[সমাপ্ত]

মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-১৮২)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।